মানব অস্ত্র

-পুষ্পা দাস

স্বাধীনতা দিবসে জেগে উঠে ঐতিহ্যের স্মৃতি।
পঁচিশে বৈশাখ এলে বুকের ভেতর জলপালা ইত্যাদির মাখামাখি ॥

কেউ কথা বললে না-
নীরবে বোবা কান্নায় গুমড়ে মরলো
দেশের লজ্জা।
আমার হাতে কোনো অস্ত্র নেই,
আছে কিছু দৃশ্য দেখা, আর না বলা কথা
যা দিয়ে গড়ে তুলতে পারি-
মানবঅস্ত্র।
এ দেশ সরকারী নয়
আমি মানব অস্ত্র চালাবো
আমার গা বেয়ে রক্ত ঝরাবে, আমি রক্ত দেবো
তবু-
বৃষ্টির পর আবার অস্ত্র চালাবো
স্বাধীন দেশে কেউ ছিল না অনাথ,
ধর্মাবতার-
আপনাকে আর পিতা মানতে পারবো না
মোটা নিষেধের পর্দা ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়বো
যাযাবর শহর পিচগলা রাত্রির খোলস ছেড়ে
মুখোশ পড়া দরজায় দরজায়
সূর্য বাটবো
তুমি বাধা দেবে, আমি চিৎকার করবো
অন্যায় আর ন্যায় এক টেবিলে ভোজ করবে
আমি ধিক্কার জানাবো।
মৃত্যুর এমন কোনো শানিত আয়ুধ নেই
যা একজন কবির পাণ্ডুলিপি ছিনিয়ে নিতে পারে।
কারাগারে বন্দী করবে আমায় ?
হৃৎস্পন্দনের দীর্ঘ মিছিলের পদশব্দ শুনে
আমি বেঁচে আছি।

নরকের তপ্ত লাভা ঢেলে দেবে,
মুক্তিকামী নারীর শরীরে ?
কালোয় ঢেকেছে আলো, আর আলোয় কাটবে কালো
আমি স্বপ্ন দেখছি।
আমি একা,
তবুও আকাশের দিকে মাথা তুলবো
কোনো বিদ্রোহী বৃড়োর মতো
খুঁজে দেখো-
সারিবদ্ধ সুরে কোথায় বিদ্রোহ
শান দিচ্ছে সে শব্দের তীরে
আমারই সুরে